(ক) অভিযোগ দায়ের করতে হলে কি কি করতে হবে

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ জানানোর জন্য আপনি যা যা করবেন তা হলো :

- যার বা যাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবেন তার বা তাদের নাম, পিতার নাম, সম্পূর্ন ঠিকানা জানাতে হবে;
- তার বা তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তা বিস্তারিত জানাতে হবে;
- ঘটনার তারিখ, স্থান, সময় এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরন জানাতে হবে;
- নালিশ সংক্রান্ত কোনো লিখিত দলিল থাকলে তাও জানাতে হবে;
- নালিশে বাদীর নাম-ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

(খ) নালিশ আমলে গ্রহণ

আমল গ্রহণকারী আদালতে কোর্ট ফি দিয়ে বিচারের প্রার্থনা করলে আদালত নালিশদাতাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারায় হলফ পূর্বক শপথ নিয়ে নালিশের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তা নালিশের ১ম পৃষ্ঠার উল্টা পীঠে লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনে তার উপস্থাপিত সাক্ষীদের জবানবন্দি নিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০(১)(১) উপধারা মতে অপরাধটি আমলে নিতে পারেন। তবে অপরাধ আমলে গ্রহণকালে বা নালিশ তদন্তের জন্য প্রেরণকালে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০-২০১ ধারায় বিধান অনুসারে আমল গ্রহণকারী আদালতের করণীয় নিম্নরূপ :

- নালিশকারী বা উপস্থিত সাক্ষীদের মধ্যে যাদের সাক্ষ্য উপযুক্ত মনে করবেন তাদের শপথ পূর্বক জবানবন্দি গ্রহন করবেন;
- গৃহীত জবানবন্দির সারাংশ আদেশনামায় লিপিবদ্ধ করবেন;
- নালিশকারী সরকারী কর্মচারী হিসেবে সরকারী দায়িত্বের অংশ হিসাবে নালিশ দায়ের করলে তাঁর জবানবন্দি গ্রহণের প্রয়োজন নেই।
- নালিশদাতাকে পরীক্ষা করার মূল উদ্দেশ্যে হলো নালিশটি সত্য কিনা, মিথ্যা কিনা, অহেতুক কিনা, ফৌজদারী দায়যুক্ত কিনা তা যাচাই করা।
- নালিশদাতার জবানবন্দি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নালিশটি ফৌজদারী কাঃবিঃ ২০১(১) ধারা অনুযায়ী বিচারিক তদন্ত বা অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা যাবে না (তথ্যসূত্র :২৮ ডিএলআর ২৮৯)
- ফৌজদারী কার্যবিধি ২০০ ধারার অধীনে নালিশদাতাকে পরীক্ষা করা না হয়ে থাকলে তা মারাত্মক অনিয়ম বলে গণ্য হবে। তবে এর ফলে মামলার কার্যক্রম বাতিল হয়ে যাবে না, তবে দেখতে হবে যে এর ফলে আপত্তিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কিনা; (তথ্যসূত্র: ২ ডিএলআর ১৪১)
- কাঃবিঃ ২০০ ধারায় নালিশদাতাকে পরীক্ষা না করা অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে তবে এরূপ অনিয়ম ফৌজদারী কাঃবিঃ ৫৩৭ ধারার বিধান অনুসারে সংশোধনযোগ্য (তথ্যসূত্র :২১ ডিএলআর ২৮৪ ডব্লিউপি)
- নালিশ আমলে নেয়ার ক্ষমতা না থাকলে তা উপযুক্ত আদালতে পেশ করার মন্তব্যসহ ফেরত দিতে হবে
- নিজে নালিশটি তদন্ত করতে পারেন বা অধস্তন কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তদন্ত (inquiry) করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য আদেশ দিতে পারেন।
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য আদেশ দিতে পারেন।
- অপরাধ গুরুতর প্রকৃতির হরে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে নালিশটি পাঠিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত এরূপ নালিশকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এজাহার হিসেবে

গণ্য করে দ্রুত এফআইআর করবেন। উল্লেখ যে, ইয়াকুব আলী বনাম রাষ্ট্র মোকদ্দমায় কাঃবিঃ ১৫৬(৩) ধারার প্রসঙ্গে ৪৭ ডিএলআর ৯৪ এ বলা হয়েছে - There is nothing wrong in procedure adopted by the Magistrate directing the Police to hold investigation treating the petition of complaint as a First Information Report.

- যেক্ষেত্রে কোর্ট order দেয় সেক্ষেত্রে নালিশের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পুলিশের নিকট পাঠানো হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট আসার পূর্বে মামলাটি আমলে নেয়া বৈধ হবে না (তথ্যসূত্র : ৩৫ ডিএলআর ২০৭)
- পুলিশ রিপোর্টের বিরুদ্ধে নারাজী দেয়া হলে নারাজীটি শুনানীক্রমে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া যাবে না (তথ্যসূত্র : ১৭ ডিএলআর ৪২)
- পুলিশকে অধিকতর তদন্তের আদেশ দেয়া হলে তার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে(তথ্যসূত্র : ৯ ডিএলআর ৬৯)
- মামলার প্রসেস (সমন, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া) ইস্যুর পর নালিশ তদন্ত করতে দেয়ার আর কোন সুযোগ নেই (তথ্যসূত্র : পিএলডি ১৯৬৭ Pech ১৮৪)

- আদালত কাউকে নালিশ তদন্তের আদেশ দিলে তিনি তদন্তে অবহেলা করলে বা অনীহা করলে তা আদালত অবমাননার সামিল হবে এবং আদালত অবমাননার দোষে তিনি দোষী হবেন।
- আদালতের আদেশে যিনি নালিশ তদন্ত করবেন তিনি যদি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার না হন তবে তিনিফৌজদারী কার্যবিধির ২০২ (২) ধারা অনুসারে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের ক্ষমতা ব্যতীত কোন থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(গ) বিচারিক তদন্ত ও ব্যাখ্যা

- আদালতে নালিশ দায়েরের পর নালিশটি বিচারের জন্য গ্রহণের পূর্বে আদালত তা প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই নালিশদাতাকে ফোজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারায় পরীক্ষা করে তার জবানবন্দি রেকর্ড করবেন ।

[তথ্যসূত্র :২৮ ডি এল আর ৩৮৯]

- বিচার বিভাগীয় তদন্তকালে দায়িত্ব প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট নালিশে উল্লেখিত বিবাদী পক্ষের কাউকে ডাকতে পারবেন না, কারণ নালিশটি বিচারের জন্য আদালত কর্তৃক গ্রহীত না হওয়া পর্যন্ত বিবাদী হিসেবে যাদের নাম নালিশে উল্লেখ করা হয়েছে তারা বিবাদী বলে গণ্য হবে না, তবে বিবাদী পক্ষ ইচ্ছা করলেও তদন্তকালে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বা তাদেরকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া যাবে না। কোন সাক্ষীকে জেরাও করতে পারবেন না।কারণ এখানে নালিশের উপর বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে না বরং নালিশটির প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে।এ পর্যায়ে সাক্ষীদের জেরা করে নালিশদাতাকে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও তীব্র জেরার দ্বারা অপ্রস্তুত করে নালিশ প্রত্যাখান না করাই উচিত, তবে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন নালিশদাতাকে করতে কোন বাঁধা নেই।

(তথ্যসূত্র :৫ ডিএলআর ১১২, ৩৫ ডিএলআর ১৭৬)

- প্রথমে নালিশদাতাকে পরে তার মানীত (নালিশদাতা, সাক্ষী হিসাবে যাকে উপস্থাপন করতে চান) সাক্ষীদেরকে হলফ পূর্বক পরীক্ষা করে তাদের জবানবন্দি রেকর্ড করতে হবে যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হবে, জবানবন্দি গ্রহণকালে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এসময় বিবাদী পক্ষ অনুপস্থিত থাকছে তাই বাদী পক্ষ একতরফা ভাবে জবানবন্দি দিয়ে যেন কোন অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারে।
- বাদী পক্ষের আইনজীবীকেও বিচারিক তদন্তে উপস্থিত থাকার অনুমতি না দেয়া।
- তদন্তকালে সাক্ষ্যের অনুকূলে দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপনের জন্য বাদীকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।
- বিচারিক তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে মনে রাখতে হবে, বিচারিক তদন্তই বিচার নয় এরপরও নালিশদাতাকে বিচারের জন্য আরো অনেক বার আদালতে আসতে হবে, সাক্ষী দিতে হবে, তাই তদন্ত পর্যায়েই যেন নালিশদাতা হতাশ হয়ে না পড়ে।

সরেজমিনে তদন্ত

ঘটনার সত্যতা উদঘাটনের জন্য প্রয়োজন মনে করলে তদন্তকালে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটি যেখানে সংঘটিত হয়েছে সেস্থান পরিদর্শন করতে পারেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত নোট করতে পারেন। এজন্য অবশ্য পক্ষদেরকে আগে নোটিস দিয়ে অবহিত করতে হবে। তবে স্থানীয় তদন্ত বা পরিদর্শন সাক্ষ্যের বিকল্প হিসেবে নয় বরং সাক্ষ্যের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান :

- সাক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং সামগ্রিক মূল্যায়নে পূর্ণ বিচারিক মনোনিবেশ ঘটাতে হবে।ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে তা কার কার বিরুদ্ধে কতটুকু প্রমাণীত হলো তা উল্লেখ করে নিজস্ব মতামতসহ সুস্পষ্ট প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।
- তদন্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে গৃহীত সাক্ষীর জবানবন্দির কপি এবং অন্য কোন ডকুমেন্ট পাওয়া গেলে তা সংযুক্ত করে দিতে হবে, এগুলো নথির অংশ হিসেবে নথিতে থাকবে।
- সর্বোপরি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তদন্ত যাওয়ার পর নালিশদাতা তদন্তে কোন আগ্রহ না দেখালে কিংবা নোটিস দেয়ার পরও যদি সে না আসে সেক্ষেত্রেও তদন্তের জন্য প্রেরণকারী আদালতে একটি প্রতিবেদন দিতে হবে যাতে দরখাস্তটি নিষ্পত্তি করা যায়।
- বিচারিক তদন্তের প্রতিবেদন দায়সারা ধরনের না দিয়ে যত্নসহকারে লেখা প্রয়োজন৷ প্রতিবেদন কিছুটা বিস্তারিত হওয়া উচিত। প্রতিবেদনটি সাজানোর ক্ষেত্রে কিছু শিরোনাম ব্যবহার করা যায় যেমন-ক) দরখাস্ত মামলা নম্বর ও তারিখ (খ) দরখাস্তে বর্ণিত আইন ও আইনের ধারা (গ) সংক্ষেপে কথিত ঘটনার বিবরণ (ঘ) প্রত্যেক সাক্ষীর তদন্ত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ (ঙ) সাক্ষ্য পর্যালোচনা (চ) নিজস্ব মতামত ও সুপারিশ।
- তদন্ত প্রতিবেদন পেন্ডিং রাখা বা তা না দিয়ে বদলী হয়ে যাওয়া এক দিকে যেমন বিচার প্রার্থী মানুষের হয়রানির কারণ অন্য দিকে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিজস্ব ভাবমূর্তিও খারাপভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই বিচারিক তদন্তকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং এর দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজের বিচারিক বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

(ঘ) নালিশ খারিজের পদ্ধতি

১. ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারার বিধান অনুসারে নিম্নরূপ কারণে আদালত কারো দায়ের করা নালিশ বিচারের জন্য গ্রহণ না করে তা খারিজ করে দিতে পারেন :

নালিশদাতাকে ফৌজদারী কার্যবিধিরিঃ ২০০ ধারায় পরীক্ষা করে জবানবন্দি নিয়ে বা ফৌজদারী কার্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে পরিচালিত তদন্তের ভিত্তিতে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে-

ক) বাদীর নালিশ গ্রহণযোগ্য নয়;

খ) বাদীর নালিশ ফৌযদারী দায়যুক্ত নয়;

গ) বাদীর জবানবন্দি বিশ্বাসযোগ্য নয়;

ঘ) তদন্ত প্রতিবেদন বাদীর পক্ষে নয়।

২. মামলা খারিজের আদেশ মামলা শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দিতে হবে। ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারার বিধান অনুসারে নালিশ খারিজ করতে হলে ম্যাজিস্ট্রেট আদেশনামায় নালিশ খারিজ করার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারার বিধান অনুসারে নালিশ খারিজ হয়ে গেলে মামলার আসামী পক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫০ ধারার বিধান অনুসারে বাদীর নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।

(তথ্যসূত্র : ৬ সিডব্লিউএন২৯৫)

(ঙ) প্রসেস ইস্যুর পদ্ধতি

আমল গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলা আমলে নেয়ার সাথে সাথে আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৪ ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলের ৪র্থ কলাম এর বর্ণনা অনুসারে প্রসেস ইস্যু করতে হবে।প্রসেস ইস্যুর ক্ষেত্রে করণীয় হলো:

- বাদীর নালিশে আসামীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের মত উপাদান থাকেল আসামীকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ২য় তফসিলের ৪র্থ কলাম অনুসারে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আসামীর বিরুদ্ধে সমন বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করবেন (কাঃবিঃ২০৪(১ উপধারা)
- সমন/ওয়ারেন্টের সঙ্গে নালিশের কপি সংযুক্ত করতে হবে (কাঃবিঃ২০৪(১-খ) উপধারা)
- সমন বা ওয়ারেন্টের জন্য বর্তমানে বলবত্ কোন আইনে ফি প্রদানের নিয়ম থাকলে তা না দেয়া পর্যন্ত সমন বা ওয়ারেন্ট প্রদান করা হবে না এবং যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে না দিলে আদালত নালিশ খারিজ করতে পারবেন (কাঃবিঃ২০৪(৩) উপধারা)
- আদালত আসামীর বিরুদ্ধে পর্যায়ে ক্রমিকভাবে যে সকল প্রসেস জারী করতে পারে।

(চ) সমন

সমন হলো কাউকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ডেকে আনা।ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৮ ধারা অনুসারে সমন দেয়া হয়। সমন দু'ধরনের হয়ে থাকে তাহলো :

ক) আসামীর প্রতি সমন

খ) সাক্ষীর প্রতি সমন

প্রতিটি সমন নির্দিষ্ট ফরমে দিতে হবে এবং এ সমনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে হবে:

- আসামী বা সাক্ষীকে যে আদালতে হাজির করতে হবে তার নাম;

- হাজির হওয়ার তারিখ ও স্থান;
- সমন প্রাপকের নাম ও ঠিকানা;
- কেন সমন দেয়া হচ্ছে তার বর্ণনা ইত্যাদি;
- সমন বিচারকের স্বাক্ষর ও আদালতের সীল মোহরাযুক্ত হতে হবে।

সমন ইস্যুর পদ্ধতি

- ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৮(২) ধারা অনুসারে সমন পুলিশ অফিসার অথবা সরকার কর্তৃক এ সম্পর্কে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে সমন ইস্যুকারী আদালতের অফিসার বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারী জারী করবেন।
- ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৯(১) ধারা বিধান অনুসারে যাকে সমন দেয়া হচ্ছে তার নিকট ব্যক্তিগতভাবে সমন জারী করতে হবে।
- ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৯(২) ধারার বিধান অনুসারে যাকে সমন দেয়া হচ্ছে তিনি সমনের অতিরিক্ত কপির পিছনের পৃষ্ঠায় প্রাপ্তি স্বীকার স্বাক্ষর দিবেন।
- কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নামে সময় জারীর প্রয়োজন হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কোন অফিসারের নামে সমন ইস্যু করতে হবে।
- সমন প্রাপককে যুক্তিসঙ্গত খোঁজাখুজির পরও পাওয়া না গেলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৭০ ধারার বিধান অনুসারে সময় প্রাপকের পরিবারের কোন সাবালক পুরুষ সদস্যের নিকট প্রদানের মাধ্যমে সমন জারী করা যাবে।
- সমন প্রাপককে বা তার পরিবারের কোন সদস্যকেও যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৭১ ধারা বিধান অনুসারে সমন প্রাপক সচারাচর যেখানে বাস করেন সেখানে লটকিয়ে জারী করলে সমন যথাযথভাবে জারী হয়েছে বলে গণ্য হবে।
- সমন প্রাপক সরকারী কর্মচারী হলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৭২ ধারার বিধান অনুসারে তার অফিস প্রধানের মাধ্যমে সমন জারী করতে হবে।
- সমন প্রাপক আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকার বাইরে অন্য কোন আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় বাস করলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৭৩ ধারার বিধান অনুসারে ঐ আদালতের মাধ্যমে সমন জারী করতে হবে।
- ফৌজদারী কার্যবিধির ৭৪ ধারার বিধান অনুসারে সমনের ডুপ্লিকেট কপি আদালতে সমন জারীর সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে।

(ছ) ওয়ারেন্ট ইস্যু এবং তামিলের পদ্ধতি

সমন দেওয়ার পর আসামী যদি আদালতে হাজির না হয় সেক্ষেত্রে আসামিদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করতে হবে।গ্রেফতারী পরোয়ানা হলো কোন অপরাধের অভিযোগে কাউকে আটক করে আদালতে জিম্মায় নিয়ে আসার জন্য পুলিশ অফিসারকে প্রদত্ত আদেশ।ফৌজদারী কার্যবিধির ৭৫-৮৬ ধারায় গ্রেফতারী পরোয়ানা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সে অনুযায়ী গ্রেফতারী পরোয়ানার উপাদান সমূহ হলো :

- গ্রেফতারী পরোয়ানা আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত হতে হবে।
- ওয়ারেন্ট লিখিত ও আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার বা বিচারক কর্তৃক সাক্ষরিত হতে হবে।
- পরোয়ানায় ইসুযকৃত নাম ও ঠিকানা থাকতে হবে।
- পরোয়ানায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা থাকতে হবে।

- পরোয়ানা আদালতের সীল মোহরযুক্ত হবে।
- গ্রেফতারী পরোয়ানা কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত কিংবা ইসুযকারী আদালত কর্তৃক তা বাতিল না করা পর্যন্ত পরোয়ানা বলবতত্ থাকবে।
- ফৌজদারী কার্যবিধির ৭৬ ধারার বিধান অনুসারে আদালত ইচ্ছে করলে গ্রেফতারী পরোয়ানায় এ মর্মে লিখিত নির্দেশ দিতে পারেন যে উপযুক্ত জামিনদারসহ মুচলেকা সম্পাদন করলে আদালত পরোয়াধীন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন।
- ফৌজদারী কার্যবিধির ৭৭ ধারা অনুসারে ওয়ারেন্ট কার্যকরী করবেন পুলিশ কর্মকর্তা তবে ওয়ারেন্ট অবিলম্বে কার্যকরী করার প্রয়োজন হলে এবং অবিলম্বে কোন পুলিশ কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে আদালত অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট কার্যকরী করার নির্দেশ দিতে পারেন।
- ফৌজদারী কার্যবিধির ৮২ ধারার বিধান অনুসারে ওয়ারেন্ট যার বিরুদ্ধে ইস্যু করা হয়েছে তাকে বাংলাদেশের যে কোন স্থান হতে গ্রেফতার করা যাবে।তবে এক্ষেত্রে ওয়ারেন্টটি কার্যকর করবে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা।

(জ) আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ

ওয়ারেন্ট ইস্যুর পর আদালত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করবেন:

- আসামি হাজির ও অভিযোগ শুনানী
- আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনকরা বা অব্যাহতি দেয়া
- বাদী পক্ষের সাক্ষ্য এবং জেরা গ্রহন করা
- আসামি পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শুনা
- আসামি পক্ষ চাইলে সাফাই সাক্ষ্য নেয়া
- যুক্তিতর্ক শুনানী এবং
- রায় প্রদান।

(সংগৃহীত)